"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ডবল মুকুটধারী রাজা হতে হবে, সুতরাং খুব সার্ভিস (সেবা) করো, প্রজা তৈরি করো, সঙ্গম যুগে তোমাদের শুধু সার্ভিসই করতে হবে, এতেই কল্যাণ রয়েছে"

*প্রশ্নঃ - পুরানো দুনিয়া বিনাশ হওয়ার আগে প্রত্যেককে কোন্ অলঙ্কারে সজ্জিত হতে হবে?

*উত্তরঃ - তোমরা বাচ্চারা যোগবল দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করে তোলো, এই যোগবলের দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব পবিত্র হবে । তোমাদের এখন বাণপ্রস্থে যেতে হবে, সেইজন্য এই শরীরের শৃঙ্গারের প্রয়োজন নেই। এই শরীর তো ওয়ার্থ নট এ পেনী (কাণাকড়িও মূল্য নেই)। এর প্রতি আসক্তি মিটিয়ে ফেলো, বিনাশের আগে বাবার মতো দয়াশীল হয়ে নিজেকে আর অন্যদেরও অলঙ্কৃত করে তোলো । অন্ধের লাঠি হয়ে ওঠো ।

ওম্ শান্তি । এখন তো বাচ্চারা ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছে যে বাবা আসেন পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিতে । ওঁনাকে আহ্বান করাই হয় এই একটি বিষয়ের জন্য যে, তুমি এসে আমাদের পবিত্র করে তোল। কেননা পবিত্র দুনিয়া অতীত হয়ে গেছে, এখন দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে । পবিত্র দুনিয়া কবে অতীত হয়েছে, কত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এসব কেউ-ই জানেনা । তোমরা বাচ্চারা জান বাবা এই শরীরে (ব্রহ্মা) এসেছেন । তোমরাই আহ্বান করে বলেছ বাবা তুমি এসে আমাদের, অর্থাৎ পতিতদের পথ বলে দাও, আমরা কি ভাবে পবিত্র হবো? এটা তো জান আমরা পবিত্র দুনিয়াতে ছিলাম, এখন পতিত দুনিয়াতে আছি । এখন এই দুনিয়া পরিবর্তন হতে চলেছে । নতুন দুনিয়ার আয়ু (সময় সীমা) কত, পুরানো দুনিয়ার আয়ু কতদিন ছিল - এটা তো কেউ-ই জানে না । যখন তোমরা পাকা বিল্ডিং তৈরি করে থাকো তখন বলতে পারো এটা এতদিনের । কাঁচা বাড়ি তৈরি করলেও বলতে পারবে এটা এতো বছরের । তোমরা বুঝতে পারো এটা কত বছর চলতে পারে ! মানুষ তো জানেই না এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আয়ু কতদিন? নিশ্চয়ই বাবাকে এসেই বলতে হবে ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন এই পুরানো পতিত দুনিয়া শেষ হতে চলেছে, নব নির্মিত পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হতে চলেছে । নব নির্মিত দুনিয়াতে অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে । নতুন দুনিয়া হলো সত্যযুগ, যাকে সুখধাম বলা হয়ে থাকে, এ হলো দুঃখ ধাম, এর শেষ অবশ্যই হতে হবে । তারপর আবার সুখধাম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে, সবাইকে এটা বোঝাতে হবে । বাবা ডায়রেকশন দিয়ে বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তারপর অন্যদেরও এই পথের হদিশ বলে দাও । লৌকিক পিতাকে তো সবাই জানে, পারলৌকিক পিতাকে কেউ জানে না । সর্বব্যাপী বলে থাকে । কচ্ছ-মচ্ছ অবতার এমনকি ৮৪ লক্ষ যোনীর মধ্যেও নিয়ে গেছে । দুনিয়াতে কেউ-ই পারলৌকিক বাবাকে জানে না । বাবাকে জানলেই সব বুঝতে পারবে । তিনি যদি নুড়ি, পাথরে অবস্থান করে থাকেন তবে তো তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রশ্নই আসে না । দেবতাদের পূজা করে, কিন্তু তাদের বৃত্তি সম্পর্কে কেউ-ই জানেনা, সম্পূর্ণ রূপে এই বিষয়ে অজ্ঞ । সুতরাং সর্বপ্রথম মূল বিষয় হলো বোঝানো । শুধুমাত্র চিত্র দ্বারা কেউ বুঝতে পারবে না । মানুষ বিচারে না পিতাকে জানে, না রচনাকে জানে যে প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে কিভাবে এই রচনা রচিত হয়েছে । দেবতাদের রাজ্য কবে ছিল, যাদের পূজা করে, কিছুই জানে না। ওরা ভাবে লক্ষ বছর ধরে সূর্য বংশী রাজধানী চলেছে, তারপর চন্দ্রবংশীও লক্ষ বছর ধরে চলেছে, একেই বলে অজ্ঞানতা । এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বাবা এসে সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন । তোমরাও তারপর এর পুনরাবৃত্তি করে থাক। বাবাও তো রিপিট করেন, তাইনা! এভাবেই বোঝাও, বার্তা পৌঁছে দাও, নয়তো রাজধানী স্থাপন কিভাবে হবে । এখানে বসে থাকলে চলবে না । হ্যাঁ, ঘরে বসে আছে যারা তাদেরও প্রয়োজন । ওরা তো ড্রামানুসারে বসে আছে । যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণেরও তো প্রয়োজন আছে । বাবার কাছে কত বাচ্চারা আসে মিলিত হওয়ার জন্য। কেননা শিববাবার কাছ থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । লৌকিক বাবার কাছে বাচ্চা যখন আসে সে জানে পিতার কাছ থেকে তার উত্তরাধিকার নিতে হবে । কন্যা আসলেও সে তো অর্ধেক অংশীদার হবে । সত্যযুগে সম্পত্তি অধিকারের জন্য কোনও বিবাদ (লড়াই, ঝগড়া) ইত্যাদি হয় না । এখানে তো কাম বিকার নিয়েও ঝগড়া হয় । সত্যযুগে ৫ ভূতের (বিকার) কোনও অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং দুঃখের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই । সব রকমের আসক্তি থেকে মুক্ত হয় ।এখানে তো ভাবে স্বর্গ ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে । চিত্রও আছে কিন্তু এই ধারণা তোমরা বাচ্চাদের এখনই আসে । তোমরা জান এই চক্র প্রতি ৫ হাজার বছর পর পুনরায় রিপিট হয়ে থাকে । শাস্ত্রতে কেউ এটা লিখে যায়নি যে সূর্য বংশী-চন্দ্র বংশী রাজবংশ ২৫০০ হাজার বছর ধরে চলে । ব্রহ্মা বাবা সংবাদপত্রে পড়েছিলেন যে বরোদার (গুজরাতে, বর্তমান নাম ভদোদরা) রাজভবনে রামায়ণ পাঠ হচ্ছে । যে কোনও রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে মানুষ তখন সম্পূর্ণ রূপে

ভক্তিতে নিযুক্ত হয়ে পড়ে, ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য । ভগবান এভাবে সন্তুষ্ট হন না । এটাও ড্রামায় নির্ধারিত । ভক্তিতে ভগবান কখনও খুশি হন না, তোমরা বাচ্চারা জান অর্ধকল্প ধরে ভক্তি চলে, ওরা নিজেরাই নিজেদের দুঃখের কারণ হয় ভক্তি করতে করতে সব কিছু শেষ করে দেয় । এ ব্যাপারে খুব অল্প সংখ্যকই বুঝবে যে বাচ্চারা সার্ভিস করে, তারাই খবর দিতে থাকে । বোঝানো হয়ে থাকে এ হলো ঈশ্বরীয় পরিবার। ঈশ্বর তো দাতা, উনি কিছুই গ্রহণ করেন না । ওনাকে কেউ কিছুই দিতে পারে না, বরং সব নষ্ট করতে থাকে । বাবা তোমাদের অর্থাৎ বি. কে. বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কত ধন ঐশ্বর্য দিয়েছিলাম, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম সেইসব কি করেছো? এতো কাঙাল কি করে হয়েছ? এখন আবার এসেছি, তোমরা পদ্মগুণ ভাগ্যশালী হয়ে উঠছো, মানুষ তো এসব বিষয়ে কিছুই জানে না । তোমরা জান এই পুরানো দুনিয়াতে আর থাকবো না । এ তো ধ্বংস হয়ে যাবে । মানুষের কাছে যত অর্থই থাক না কেন, তা কারও কাজে আসবে না । যখন বিনাশ হবে তখন সব শেষ হয়ে যাবে । অনেক মাইলের উপর বড়ো বড়ো সব বিল্ডিং তৈরি হয়েছে । এত সম্পদ, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা তোমরা জানো যে, যখন আমাদের রাজ্য ছিল তখন অন্য কিছু ছিল না । ওখানে (সত্য যুগে) অগাধ ধন ছিল । জ্ঞানে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তোমরা প্রত্যক্ষ করতে পারবে কি কি ঘটতে চলেছে । গভর্নমেন্ট কত সোনা, রূপা, অর্থ ইত্যাদি আছে তার বাজেট পেশ করে, ঘোষণা করে থাকে এই বাজেটে এতো খরচ হবে । বারুদের জন্য কত খরচা করে থাকে কিন্তু এর থেকে আয় তো কিছুই হয় না । বারুদ তো রেখে দেওয়ার জিনিস নয় । রাখা হয় সোনা, রূপা । গোল্ডেন এজ দুনিয়াতে কয়েনও সোনার হয় । সিলভার এজ এ কয়েন হয় রূপার । ওখানে অগাধ ধন ঐশ্বর্য থাকে, তারপর কম হতে হতে এখন দেখ কি বেড়িয়েছে! কাগজের নোট । বিদেশেও কাগজের নোট । কাগজ তো কোনও কাজের জিনিস নয় । তবে আর কি থাকল ! এতো বড়ো বড়ো বিল্ডিং সব শেষ হয়ে যাবে। সেইজন্যই বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, যা কিছু দেখছ, মনে কর এসব কিছুই নেই । এ সবই তো ধ্বংস হয়ে যাবে । শরীরও পুরানো, কানাকড়িও মূল্য নেই, কেউ যত সুন্দরই হোক না কেন । এই দুনিয়া অল্প সময়ের জন্য আছে । কোনও নিশ্চয়তা নেই । বসে বসেই মানুষের হার্ট ফেল হয়ে যায় । মানুষের জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই । সত্যযুগে এসব কিছুই হবে না । যোগবল দ্বারা তোমাদের শরীর কল্পতরুর মতো দীর্ঘস্থায়ী হবে । এখন তোমরা বাচ্চারা তোমাদের বাবাকে পেয়েছো, বাবা বলেন এই দুনিয়াতে তোমাদের আর থাকার প্রয়োজন নেই । এ হলো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া । এখন যোগবল দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করতে হবে । ওখানে তো সন্তানও যোগবল দ্বারাই জন্ম নেবে । বিকারের কোনও ব্যাপারই নেই । যোগবলের দ্বারাই তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করে তোল, বাকি বিষয় এমন কিছুই বড় নয় । এসব বিষয় তারাই বুঝবে যারা নিজ বংশের হবে (ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত) । অবশিষ্ট যারা থাকবে তাদের শান্তিধামে যেতে হবে, ওটাই হলো প্রকৃত ঘর, কিন্তু মানুষ তাকে ঘর বলে ভাবেই না । ওরা বলে একজন আত্মা সেখানে যায়, অন্য এক আত্মা নীচে নেমে আসে । সৃষ্টির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । রচয়িতা আর রচনাকে তোমরা জেনেছ, সেইজন্যই তোমাদের প্রচেষ্টা থাকে অন্যদের বোঝানো । এটাই ভাব যদি বাবার স্টুডেন্ট হয়ে যায়, সব কিছু জানতে পারলে খুশি হতে পারবে । আমরা তো এখন অমরলোকে যেতে চলেছি । অর্ধকল্প ধরে মিথ্যে কাহিনী শুনে এসেছি । এখন তো খুব খুশি হওয়া উচিত- আমরা অমরলোকে যাব । এই মৃত্যু লোকের এখন অন্তিম সময় । আমরা খুশির খাজানা (সম্পদ) এখান থেকেই ভরপুর করে নিয়ে যাই । সুতরাং এই উপার্জন সঞ্চয় করতে, খুশির ঝুলি ভরপুর করতে সেবার কাজে লেগে পড়া উচিত । ব্যর্থ সময় নষ্ট করা উচিত নয় । এখন শুধুমাত্র অন্যদের সেবা করে, নিজের ঝুলি ভরপুর করতে হবে । বাবা শেখান কিভাবে দয়াশীল হতে হয় ! অন্ধের লাঠি হয়ে ওঠো । এই প্রশ্ন কোনও সন্ন্যাসী, বিদ্বান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করতে পারে না । ওরা তো জানেই না স্বর্গ কোথায়, নরক কোথায় । যত বড় উচ্চ পদস্থই হোক না কেন, এয়ার কমান্ডার চিফ হোক, সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার চিফ হোক, বা নেভিতেই হোক তোমাদের কাছে এদের তুলনা কিছুই না । তোমরা জান খুব অল্প সময় আছে । স্বর্গ কি তা তো কেউ জানেই না । এই সময় তো চতুর্দিকে মারামারি চলছে, ওদের এরোপ্লেন বা সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন-ই নেই । সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে । আলো, এরোপ্লেন ইত্যাদি সবকিছুই থাকবে কিন্তু দুনিয়া কত ছোট হয়ে যাবে, ভারতই থাকবে । ঠিক যেমন মডেল তৈরি করা হয়। কারও বুদ্ধিতেই আসবে না যে মৃত্যু শেষ পর্যন্ত কিভাবে আসবে । তোমরা জানো মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে। ওরা বলে আমরা এখানে বসেই বোমা নিক্ষেপ করবো, যেখানেই পড়বে সব শেষ হয়ে যাবে । কোনও সেনা ইত্যাদির প্রয়োজন পড়বে না । এক -একটি এরোপ্লেন তৈরি করতে কোটি টাকা খরচ হয় । সবার কাছে কত সোনা থাকে, টন টন সোনা সব সমুদ্র গর্ভে চলে যাবে ।

সম্পূর্ণ এই রাবণ রাজ্য হলো একটা আইল্যান্ড (দ্বীপ) । অসংখ্য মানুষের বাস । তোমরা সবাই নিজের রাজ্য স্থাপন করতে চলেছো । সুতরাং সার্ভিসে ব্যস্ত থাকা উচিত । কোথাও বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেখো সবাই কত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সবাইকে খাদ্য ইত্যাদি পৌছে দিতে সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে পড়ে । জলমগ্ন হয়ে পড়ার আগেই সবাই পালাতে শুরু করে ।

তাহলে বিচার কর যে, কিভাবে সব শেষ হয়ে যাবে । বিশ্বের চতুর্দিকে মহাসাগর রয়েছে । যখন ধ্বংস হবে সবকিছু জলমগ্ন হয়ে পড়বে, চারদিকে শুধু জল আর জল । তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে যখন আমাদের রাজধানী ছিল সেই সময় বম্বে করাচি ইত্যাদি ছিল না । ভারত খুব ছোট হয়ে যাবে, আর থাকবে মিষ্টি জলের নদী । ওখানে কুয়ো ইত্যাদির প্রয়োজন নেই । পান করার জন্য স্বচ্ছ জল থাকবে । ওখানে নদীর পাড়ে বসে সবাই খেলাধুলা করবে । সেখানে ময়লার কোনও প্রশ্নই নেই, নামই হলো হলো স্বর্গ, অমরলোক । নাম শুনেই মনে হয় খুব শীঘ্রই বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ পড়াশোনা শেষ করে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । ঈশ্বরীয় পাঠ নিজে পড়ে অন্যদেরও পড়াব । সবাইকে ঈশ্বরীয় বার্তা (পয়গাম) দাও । কল্প পূর্বে যারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল তারাই গ্রহণ করবে । তারা পুরুষার্থ করতে থাকে। কারণ বেচারারা তো বাবাকেই জানে না । বাবা বলেন পবিত্র হও । যারা হাতে স্বর্গ পেতে চলেছে তারা কেন পবিত্র থাকবে না । তাদের বল, কেন আমরা এক জন্মের জন্য পবিত্র হব না, যখন আমরা বিশ্বের বাদশাহী পেতে চলেছি । ভগবানুবাচ - তোমরা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে ২১ জন্মের জন্য । শুধুমাত্র এই একটি জন্ম আমার শ্রীমৎ-এ চলো । রাখী বন্ধনও এরই চিহ্ন বহন করে । তবে কেন আমরা পবিত্র থাকতে পারবো না । অসীম জগতের বাবা অঙ্গীকার করছেন। বাবাই ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, যাকে সুখধাম বলা হয় । অগাধ সুখ ছিল, এখন হলো দুঃখ ধাম । যদি কোনও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারো তবে অন্যরাও তোমার কথা শুনবে । যোগযুক্ত স্থিতিতে বোঝালে সবাই সময়কেও ভুলে যাবে । ১৫-২০ মিনিটের পরিবর্তে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ধরে শুনতে থাকবে । কিন্তু সেই শক্তি থাকা প্রয়োজন । দেহ-অভিমান থাকা উচিত নয় । এখানে শুধু সার্ভিস করতে হবে, তবেই কল্যাণ হবে । তোমরা রাজা হবে কিন্তু প্রজা কোথায় তৈরি করেছো । বাবা কি এমনিই মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ি) রাখবেন ! প্রজা কি কখনও ডবল মুকুটধারী হয়? তোমাদের লক্ষ্যই হলো ডবল মুকুটধারী হওয়া । বাবা বাচ্চাদের উৎসাহিত করেন । জন্ম জন্মান্তরের পাপ মাথায় জমা হয়ে আছে, তা শুধুমাত্র যোগবল দ্বারাই মিটবে । এই জন্মে কি - কি করেছো সে তো তোমরা বুঝতেই পারছো, তাই না ! পাপ বিনষ্ট করার জন্যই যোগ ইত্যাদি শেখানো হয় । এটা শুধু এ জন্মের জন্যই নয় । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন। বাকি কৃপা ইত্যাদি চাইবার হলে সাধুদের কাছে যাও । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অমরলোকে যাওয়ার জন্য সঙ্গমেই খুশির খাজানা ভরপুর করতে হবে । সময় নষ্ট করা উচিত নয়। নিজের ঝুলি ভরপুর করে দয়াশীল হয়ে অন্ধের লাঠি হয়ে উঠতে হবে ।

২) হাতে স্বর্গ অধিগ্রহণ করার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । নিজেকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য যুক্তি রচনা করে নিজেই নিজেকে কৃপা করতে হবে। যোগবল জমা করতে হবে।

বরদানঃ- হুজুরকে সদা সাথে রেখে কম্বাইন্ড স্বরূপের অনুভবকারী বিশেষ পার্টধারী ভব

বাচ্চারা যখন হৃদয় থেকে বলে 'বাবা', তো তৎক্ষণাৎ দিলারাম হাজির হয়ে যান, এইজন্য বলা হয় - 'হুজুর হাজির' । আর বিশেষ আত্মারা তো হলোই কম্বাইন্ড। ভক্তরা বলে যে যেদিকেই তাকাই সেদিকেই শুধু তুমি আর তুমি। আর বাচ্চারা বলে - আমরা যা কিছু করি, যেখানে যাই বাবা সাথেই থাকেন। বলা হয় করনকরাবনহার, তো করনহার আর করাবনহার কম্বাইন্ড হয়ে গেলো। এই স্মৃতিতে থেকে যে আত্মারা পার্ট প্লে করে, তারা বিশেষ পার্টধারী হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- নিজেকে এই পুরানো দুনিয়াতে গেস্ট মনে করে থাকো, তাহলে পুরানো সংস্কার আর সংকল্পগুলিকে গেট আউট করতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;